লিখবো না ভেবেছিলাম

রিয়াদ আহাদ (বার্সিলোনা,স্পেন)

কলম নিয়ে বসা উফ্ যেন একটা অসাধ্যই সাধন। প্রবাসের ব্যস্ততার মধ্যে কলমের নঁখের আঁচড় দিয়ে কোন কিছু লিখা আমার কাছে এখন বিশাল ব্যাপার। কিন্তু একটি বিষয় আমার মগজের মধ্যে কিল্বিল করছে কদিন ধরেই। ভেবেছিলাম লিখবোনা, লিখে ক্বী-ই বা লাভ; কিন্তু মাথার কিলবিলের যন্ত্রণায় লিখতেই হলো। বিষয়টা হচ্ছে আমরা যারা বিদেশে থাকি তাদেরই নিয়ে। প্রবাস- যার ভাব সম্প্রসারন করলে আমার কাছে দাঁড়ায়-প্রতিহিংসার বাংলাদেশী সমাজ। মনে হয় বাংলাদেশীরা বিশ্বের যেখানেই বসবাস করছে সেখানে-ই অ-নেক অনেক ভালো কাজের মধ্যে প্রতিহিংসার ও একটি বাংলাদেশী সমাজও গড়ছে....। আর এটার পেছনে প্রধানতঃ কারনটাই হচ্ছে বাংলা ব্যাঞ্জন বর্ণ ব এর নীচে বিন্দু দিলে যে র হয় তা না জানা লোকরাই অর্থ বিত্তের বদৌলতে প্রবাসে কমিউনিটির নেতৃত্ব দেওয়ায়। এখানে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় মোটামোটি ধরনের একটা কার্য্যালয় ভাড়া দেবার ক্ষমতা থাকলে আর বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপনের জন্য মাল কড়ি ছাড়তে পারলেই যোগ্যতা না থাকলেও নেতৃত্ব ঠিকই চলে আসে। (আমি স্পেনের বার্সিলোনায় প্রায় নয় বছরের উপরে আছি সেই সুবাদে আমার এই লিখা এবং অভিজ্ঞতাটাও মূলতঃ স্পেনের বাংলাদেশী কেন্দ্রীক) কিছু সংখ্যক বর্ণচোরা শিক্ষিত নিজের আ-জীবনের সঞ্চিত শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু টাকার যোগ্যতার মাপকাঠিতে কতিপয় লোককে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বানিয়ে অনুষ্ঠান করে পয়সা কামিয়ে তাদের শিক্ষা যে সুশিক্ষা ছিলোনা তাই প্রমান করে। তা দেশে কিংবা বিদেশেই। সব শিক্ষাই কিন্তু শিক্ষা নয়। আমি অনেক শিক্ষিতদের চিনি যারা বাংলাদেশ থেকে মাস্টার্স পাস করে এসেও প্রবাসে অশিক্ষিত গোঁয়াড় লোকদের চাইতেও খারাপ চরিত্রের অধিকারী হয়ে গেছে। চামচামি, তৈলমর্দন, পরনিন্দা এমনকি নিজের বিবেক বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়েও কিছু শিক্ষিতরা সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠতে চায়; নাম ফাঠাতে চায়। আর অশিক্ষিত অবুঝরাও তাদের ভন্ডামী অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখেনা বিধায় ঐসব শিক্ষিতরা তাদের ভালোভাবেই ব্যবহার করে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, প্রবাসে অশিক্ষিত লোকরা টাকা পয়সা কামাই করতে ওস্তাদ। আর টাকা পয়সা কামাই হয়ে গেলেই তারা নাম কামানোর দান্দায় নেমে যায়। প্রায় সবাই ই বলে থাকেন আমি আত্মপ্রচারী নয়। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামা, বিশ্বখ্যাত তারকা ম্যাডোনা, টমিক্রুজ থেকে শুরু করে একটি দিনমজুর কিংবা ভিক্ষুক ও তার প্রচার চায়, নিজেকে জাহির করতে চায়। আসলে বিষয়টা আমাদের মানুষ জাতির জ্বীনের মধ্যেই স্রষ্টা যুক্ত করে দিয়েছেন। সত্যি বলতে কি এই যে আমি লিখছি, আমার লেখা ছাপা হলে আমাকে অনেকে চিনবে, জানবে, এই আশায়ই আমার লিখা এটাই সত্য; সেটা আমার মতো লখাই মার্কা লেখক থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সেক্সপিয়রের ক্ষেত্রেও সত্য বলেই মনে হয় আমার কাছে। আর মিথ্যা হচ্ছে আমার, আমাদের লিখা দিয়ে সমাজ বদলে দেবো, মানুষকে অনেক কিছু শিখাবো, সব ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়বো।

আমার ধারনা ছিলো হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়া অশিক্ষিত লোকরাই নাম ফাঠানোর ধান্দায় থাকে; কিন্তু এই প্রবাসে প্রিন্টিং মিডিয়ার ছাড়াও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় কাজ করতে এসে অনুধাবন করলাম সবাই নাম ফাঠানোতে পিছনে নেই। আর একারনে কিছু চাপাবাজ এবং তথাকথিত সাংবাদিক (মূলত; সংবাদ দাতা কিন্তু সবাই সাংবাদিক শব্দটা শুনতে ভালোবাসেন) এই সুযোগ লুফে নিচ্ছে। তারা নেমেছে নানা ধান্দায় আর ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দার যে প্রভাব পড়েছে তাতে ধান্দাটা একেবারে মান্দা নয়। যদিও ব্রিটেনের বাঙ্গালী সমাজে ধান্দাটা পুরনো হয়ে গেছে তবুও ইউরোপের নবাগত বাঙ্গালীদের তথাকথিত কমিউনিটির নেতাদের মাঝে ধান্দাটা খুবই মার্কেট পাচ্ছে। ইউ-কে বাঙ্গলা ডাইরেক্টরী, বৃটিশ-বাংলা ডাইরেক্টরী, বিলেতে সিলেটিদের ইতিহাস, রাজহাঁস, পাতিহাঁস ইত্যাদি লিখে আমাদের স্ব-নামধন্য লেখকরা ব্রিটেনের বাঙ্গালীদের কাছ থেকে ভালোই কামাই করেছেন। বাংলা প্রবাদ বাক্যে যাকে বলে কৈএর তৈলে কৈ ভাঁজা আর আমি বলি কৈরতৈলে কৈ ভাজা আর লেখকরা মাল কামাতে পায় মজা"। আমার লিখার বিষয়টার সঙ্গে যারা পরিচিত নয় তাদের জ্ঞার্তাথে বলছি, আমরা প্রবাসে নানা উদ্ভট কিছু আবিস্কারের মত কিছু লেখক আবিষ্কার করেছি যারা আপনাকে গিয়ে বলবে, আপনার স্বপরিবারের ছবি দেন; আপনার প্রবাসে আসার ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন, কিভাবে প্রবাসের জীবন যুদ্ধে জয়ী হলেন, পরিবারের কে কি করেন, দেশের বাড়ী কোথায়, জন্ম কোন ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে, কোন লখাই মখাই কর্তৃক এওয়ার্ড পেলেন কি না ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরে লেখক সাহেব ইনিয়ে বিনিয়ে আপনাদের কল্যানে বই ছাপতে গিয়ে খরচ হবার কথা বলে কিছু বখরা দাবী করেন। সঙ্গত কারনেই সামান্য কিছু মাল কড়ির (প্রবাসের নেতারা ১০০/২০০ ইউরোকে সামান্যই বলেন) চৌদ্দ গোষ্ঠির ইতিহাস ছাপা, আর আপনাকে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে পুনঃ জন্ম দেবার অভিপ্রায়ে আপনি মাল কড়িতো ছাড়বেনই। শুধু বইতে নয় কিছু দিন পূর্বে বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি টিভি চ্যানেলের ইউকে অফিস থেকে রীতিমতো ক' য়েক মাস বিজ্ঞাপন দিয়ে স্পেন, ফ্রান্স সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ভালো মালপানি কামিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাদের রেইট দিলো ৪০০ ইউরো এবং বলা হয়েছিলো তা বাংলাদেশের ঐ চ্যানেলেও দেখানো হবে। আমি অনেককেই জানি যারা বাংলাদেশে দেখানো হবার আশায় মাসের অর্ধেক বেতনটাই তুলে দিয়েছেন তাদের হাতে–অবশ্য সে চ্যানেল এখন আর এই বিষয়ে কোন কথা বলে না; আর বছরের উপর পার হয়ে গেলেও কোন শতাব্দীতে তা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল স্থানে প্রচার করা হবে তা হয়তো আরও এক শতাব্দী পরে বলা যেতে পারে। বৃটেনের বাঙ্গালীদের বদৌলতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এখন ৫টি বাংলা চ্যানেল ফ্রি দেখা যায়। আর এই চ্যানেল গুলোতে বিভিন্ন এলাকায় আলহামদুলিল্লাহ যে সব প্রতিনিধি দিয়েছে তাদের অধিকাংশেরই রিপোর্ট দেখে জয়ইমামুন, মস্তফা খন্দকার, দ্বীপ আজাদ, মুন্নী সাহারা লজ্জা পাবে। লেন দেন আর তৈলমর্দনের বিপরীতে কিছু কিছু ত্যাঁদড় সংবাদদাতারা এখন নীজের বৌদেরও সাংবাদিক বানাতে নেমে গেছেন একটি টিভি চ্যানেল স্পেনের বার্সিলোনায় তৈলমর্দনের যন্ত্রণায় দুজন প্রতিনিধি রাখতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপরে মধ্যে স্পেনের কিছু বাঙ্গালীরা নাম ফাঠাতে একটু এগিয়ে থাকায় বৃটেনের পুরনো ধান্দাবাজরা এখন স্পেনের বাঙ্গালীদের টার্গেট করছে। কিছু দিন পূর্বে নাকি একটি স্কুলের নাম ভাঙ্গিয়ে বৃটেনের হাজার লক্ষ সমিতির মধ্যকার একটি সংগঠনের সভাপতি বার্সলোনা মাদ্রিদ থেকে সংগঠনের আ-জীবন সদস্য করার কথা বলে ৫/৬ জনের কাছ থেকে জনপ্রতি ১০০০ ইউরো কামিয়ে নিয়েছে। চর্বিযুক্ত খাবার, উপঢৌকন আর বিমান ভাড়া,

থাকা ফ্রি পাওয়ায় অনেক তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির (নিজে, ছেলে আর বউ) সভাপতিরা স্পেনে দেদারসে আসছেন। অনেকেই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক সেক্সপিয়রের ভাষা ইংরেজীতে ও বাঙ্গালীদের ইতিহাস লিখতে স্পেন আসছেন। স্পেনের সাংবাদিকরা ও নাকি এসব সুযোগ নিচ্ছেন। অনেকে ইতিমধ্যে টিভি রিপোর্টিং এর জন্য দামী ক্যামেরা, ল্যাপটপ ও হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রিন্টিং মিডিয়ার কথা বাদ দিলেও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার স্পেন থেকে সম্ভবত; আমিই প্রথম কাজ শুরু করি। অথচ আমার দূর্ভাগ্য আমাকে কেউ এখনো ক্যামেরা ট্যামেরা গিফট করলো না। মান্দাতার আমলের ছোট ক্যামকর্ডার নিয়ে কোন রিপোটিং এ গিয়ে যখন দেখি আমার মত আরেকজন সাংঘাতিক বড় ক্যামেরা নিয়ে ২/১জন চামচা সহ রিপোটিং কভার করছেন; তখন নিজের কাছেই লজ্জা লাগে।আসলে তৈলের সঠিক ব্যবহার ও মর্দনের অভিজ্ঞতাহীনতার কারনে এসব না পাবার বেদনা আমাকে আফসোস্ই করতে হচ্ছে। অবশ্য আমি বর্তমানে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তৈলমর্দনের বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্তের অনুশীলন নিচ্ছি; মন্দ কি শুধু তৈলমর্দনই যদি ফ্রি কিছু পাওয়া যায়। বার্সিলোনায় তো অনেকেই তৈল মর্দনের পাশাপাশি পাদুকা লেহন শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ঐ যে আত্মসম্মান নামক অপদার্থটা পদার্থ হয়ে ঐ পথে যাহিবার বাঁধা হইয়া দাড়াঁইয়া থাকে। তবে একটা ধান্দায় হয়তো আমি লেগে যাবো। কিছু মাল পানি আসবে, নাম ফাটবে, ঘুরা ফেরাটাও মাগনা করা যাবে। ধান্দাটা হচ্ছে স্পেনের বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখা; কাউকে বলবো স্পেনে আপনার নেতা হওয়া নিয়ে বঙ্কিম সাহিত্য রচনা করবো (এক্ষেত্রে বঙ্কিমকে ঐ সব নেতারা চিনবেনা, রবীন্দ্র বা নজরুল বা সাহিত্য বললে ভালো হবে) আবার কাউকে বলবো, আরে আপনি তো বাঙ্গালী জাতির গৌরব, আপনার কথা আমার প্রকাশিতব্য নজরুল কিংবা রবীন্দ্র সাহিত্যে না লিখলে তা পরিপূর্ণতাই পাবে না। তবে শুনেছি ইতিমধ্যে বৃটেন থেকে এসে ২/১জন এই ধান্দায় কিছু কামিয়ে ফেলেছেন; স্পেনের ২/১জনও শুরু করার চেষ্টা করছেন। তবে তৈল মর্দন এবং এর ব্যবহারের কলা কৌশল রপ্ত করতে আমি যেসব উচ্চডিগ্রিধারী গুরুদের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছি তারা কখনো অকৃতকার্য হননি, মনে হয় না আমি ও অকৃতকার্য হবো। এক্ষেত্রে আমি লিখার শুরুর বাক্য প্রবাস (প্রতিহিংসার বাংলাদেশী সমাজ) এর সহযোগিতা নেবো॥